দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 18 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রীর মৌখিক পরীক্ষা তাড়াতাড়ি নিতে ১২ জনের প্রতি শোকজ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী খালেদা আফরোজের মৌখিক পরীক্ষা কেন তাড়াতাড়ি গ্রহণ করা হবে না– এই মর্মে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ ১২ জন শিক্ষক–কর্মকর্তার প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। নোটিশ প্রাপ্তদের আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এসসি কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী খালেদা আফরোজ গত ১৪ই মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত একটি সাপ্লিমেন্টারি এফিডেভিটের পরিপ্রেক্ষিতে এই কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। খালেদা আফরোজ ১৯৯৫ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের এমএসসি ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং গত বছরের ১০ই জানুয়ারি তার 'টার্ম পেপার' জমা দেন। 'টার্ম পেপার' জমা দেয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের বিধান থাকলেও পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান পরেশ চন্দ্র মোদক ১২৮ দিন পর গত বছরের ১৮ই মে তার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ মৌখিক পরীক্ষায় বহিঃস্থ সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনীন্দ্র কুমার রায়কে আমন্ত্রণ না জানানোয় তিনি গত বছরের ১৯শে এপ্রিল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। পরবর্তীতে উপাচার্য ফলাফল অনুমোদন না করে বিষয়টি কমিটি ফর এডভান্সড স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ–এর কাছে প্রেরণ করেন। কমিটি মৌখিক পরীক্ষাটি বিধি মোতাবেক অনুষ্ঠিত না হওয়ায় 'বাতিলযোগ্য' বলে মত দেয়। পরবর্তীতে গত বছরের ২৬শে অক্টোবর সিন্ডিকেটের এক সভায় ঐ মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়। সিন্ডিকেট মৌখিক পরীক্ষাটি পরীক্ষা কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে তাড়াতাড়ি গ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ৭ মাস অতিবাহিত হলেও আজও ঐ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি।

যাদের ওপর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে তারা হলেনঃ উপাচার্য ডঃ শাহ মোঃ ফারুক, ডঃ ইদ্রিস আলী, ডঃ এস এম বুলবুল, ডঃ আবদুর রশীদ আহমেদ, পরেশ চন্দ্র মোদক, অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন খান, ডঃ মোহাম্মদ ইকরাল হোসেন, ডঃ মনীন্দ্র কুমার রায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল হান্নান খান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক।